সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি (SNSP)

অতিরিক্ত অর্থায়ন (ADDITIONAL FINANCING)

পরিবেশগত এবং সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো

ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT FRAMEWORK (ESMF)

অক্টোবর ২০১৯

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সারসংক্ষেপ (EXECUTIVE SUMMARY)

ভূমিকা

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MODRM) এর অধীনস্থ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) কর্তৃক বাস্তবায়িত,অতিদরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (EGPP) বাংলাদেশ সরকারের একটি চলমান কর্মসূচি। EGPP এর কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক প্রকল্পে অতিদরিদ্র পরিবারের জন্য খণ্ডকালীন কাজের সৃষ্টি করা যাতে তারা দারিদ্রতা উঠতে পারে। বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে সারা দেশে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য SNSP প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে।

২০১৭ সাল থেকে প্রায় ৯ লক্ষ বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নেয়। স্বাভাবিক ভাবে কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণ মৌলিক চাহিদা মেটাতে সমস্যায় পড়ছে। এই সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ সরকার EGPP প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক কাছে ১০০ মিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত সহায়তা চেয়েছে। এই নিমিত্তে নতুন দুটি কম্পোনেন্টের (Component 4 and 5) মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ (Host Community) এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে (DPP) সহায়তা করা হবে। এই অতিরিক্ত অর্থায়ন শুধুমাত্র কক্সবাজারের জন্য প্রযোজ্য হবে যা EGPP+ নামে অবিহিত করা হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় EGPP প্রকল্পটি বর্তমানে চলমান যা Component 4 , EGPP+ এর মাধ্যমে দরিদ্র স্থানীয় জনগণের জন্য সহায়তা বৃদ্ধি করা হবে এবং আরো বেশি জনগণ এই প্রকল্পে যুক্ত হতে পারবে। একইভাবে , Component 5 আর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে চলমান মূলত মাল্টি সেক্টর রোহিঙ্গা ক্রাইসিস রেসপন্স (EMRCR) প্রকল্পের Component 2 এর কর্মপরিধি বৃদ্ধি করা হবে এবং বেশি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সহায়তা দেয়া হবে।

IDA এর অর্থায়িত প্রকল্প এবং কর্মসূচিগুলির জন্য বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট আইনগুলির সাথে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা ছাড়াও বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষার নীতিমালাগুলি মেনে চলতে হবে। এই নিমিত্তে বিশ্বব্যাংকের অপারেশনাল নীতিমালা OP ৪.১২ এবং ৪.০১ অনুসারে এই সামাজিক ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো (ESMF) তৈরী করা হয়েছে। শুধুমাত্র Component 4, EGPP+ প্রকল্পের জন্য যা কক্সবাজারের স্থানীয় জনগণের জন্য প্রযোজ্য। Component 5 যেহেতু Component 2, EMRCR প্রকল্পের কার্যক্রম অনুসারে হবে (রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য),EMRCR প্রকল্পের জন্য তৈরী ESMF (D419-BD),Component 5 আর জন্য অনুসরণ করা হবে যা ওয়েবসাইট এ প্রকাশ করা হয়েছে।

এই ডকুমেন্ট টি প্রস্তুত করার জন্য, সংশ্লিষ্ট পরিবেশগত সামাজিক সুরক্ষা কার্যাদি মাঠ পরিদর্শন; বিভিন্ন স্তরের পরামর্শ; পরিমাণগত মূল্যায়ন এবং সুরক্ষার নীতিমালা মেনে চলার মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। যেহেতু SNSP এর Parent EGPP (Program টি B Category এবং অতিরিক্ত অর্থায়নে (AF) এমন কোনো কার্যকলাপ (Activities) যুক্ত করা হয় নাই যার মাধ্যমে পরিবেশগত ও সামাজিক ভাবে ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পাবে, তাই EGPP+ প্রকল্পটিও B ক্যাটাগরিতে রাখা হয়েছে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং বর্ণনা

মূল SNSP প্রকল্পের তিনটি কম্পোনেন্ট রয়েছে। কম্পোনেন্ট ১ (MoDMR এর সেফটি নেট প্রোগ্রামগুলিতে support) দুর্যোগ পরিচালনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের (MoDMR) অধীনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরকে (DDM) বিভিন্ন সেফটি নেট প্রোগ্রামগুলিকে ফলাফল-ভিত্তিক অর্থায়নের মাধ্যমে সহায়তা করত ;

(i)পরিবারের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ (ii) প্রশাসনিক পদ্ধতি এবং (iii) নিয়মতান্ত্রিক অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা। এটি করার ক্ষেত্রে, এই কম্পোনেন্ট ১ EGPP র একটি অংশকে অর্থায়ন করছে। কম্পোনেন্ট ২ (MoDMR এর প্রশাসনিক এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা) DDM কে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে ;(i) আসন্ন জাতীয় গৃহস্থালি সমীক্ষা (NHD) থেকে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বের করা , (ii) দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের জন্য একটি সেফটি নেট প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (MIS) চালু করা এবং (iii) প্রোগ্রামের সুবিধার জন্য ডিজিটাল অর্থপ্রধান স্কেল-আপ করা। কম্পোনেন্ট ৩ (NHD তৈরি) পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের (SID) অধীনে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) দ্বারা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে , যা দেশের প্রথম সর্বজনীন সামাজিক রেজিস্ট্রিকৃত Database দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য।

প্রস্তাবিত অতিরিক্ত অর্থায়নের (AF) মাধ্যমে (Component 4) কক্সবাজারের স্থানীয় দরিদ্র (পুরুষ ,নারী, প্রবীণ এবং প্রতিবন্ধী)পরিবারগুলোকে EGPP+ এর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। ইজিপিপি বর্তমানে স্বল্প পরিসরে মহিলাদের অংশীদারিত্বের সুবিধার্থে গ্রামীণ আবাসিক এলাকাগুলির কাছাকাছি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যেখানে এক তৃতীয়াংশ মহিলা সুবিধাভোগী নিশ্চিত করা হয়। EGPP + প্রকল্পের মাধ্যমে এই কাজের পরিধি বৃদ্ধি করা হবে , যেমন : স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, আবর্জনা সংগ্রহ, সামাজিক সংহতি প্রচার ইত্যাদি। যেসকল দরিদ্র পুরুষ ও মহিলা যাদের , ০.১ একর এরও কম জমির মালিকানা ,অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে আগ্রহী , উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হাঁস-মুরগি বা পশুসম্পদের মালিক নয়; প্রতি মাসে ৪,০০০ টাকারও কম আয়; সরকার প্রদত্ত অন্য কোনও সোশ্যাল সেফটি নেট এ অংশ নিচ্ছে না (ইজিপিপি গাইডলাইনস ২০১৪ অর্থবছর অনুসারে) ,এমন ১৮ বছরের উপরে এবং ৬০ বছরের নিচের পুরুষ এবং মহিলা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

প্রাসঙ্গিক নীতিমালা, আইন ও চুক্তি

বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য বিস্তারিত নীতিমালা, আইন ও নির্দেশিকা রয়েছে । গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮ A অনুচ্ছেদ ২০১২ সালে (১৫ তম সংশোধনি) সংশোধন করা হয়েছিল যেখানে পরিবেশ সংরক্ষণের পাশাপাশি প্রাকৃতিক সম্পদ, জীববৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যজীবন সংরক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও , পরিবেশ সংরক্ষণ, বন্যজীবন সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং জল, মৎস্য, কৃষি, বাঁধ এবং নিষ্কাশন ইত্যাদির ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের নীতিমালা

বিশ্বব্যাংকের প্রাসঙ্গিক পরিবেশগত ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালাগুলির (safeguard policy)মধ্যে (১) অপারেশনাল পলিসি (OP/BP) 4.01 পরিবেশগত মূল্যায়ন; (২) OP/BP 4.04 প্রাকৃতিক বাসস্থান; (৩) OP/BP 4.11 ভৌত সাংস্কৃতিক সম্পদ; (৪) OP/BP 4.36 বনজ; (5)OP/BP 4.12 অনৈচ্ছিক সম্পর্কিত পুনর্বাসন; এবং (6) OP/BP ৪.১০ আদিবাসী। উপপ্রকল্পের শ্রেণিবিন্যাসের উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক গ্রুপের নিম্নোক্ত পরিবেশ,স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত নির্দেশিকা রয়েছে :

১. সাধারণ পরিবেশ
২. নির্মাণ উপকরণ সংগ্রহ /উত্তোলন করার জন্য পরিবেশ,স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা
৩. পানি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিষয়ক পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা

বেসলাইন:

ভৌত পরিবেশ:

মার্চ থেকে নভেম্বর পর্যন্ত প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। প্রাক-মৌসুমী ও মৌসুমী পরবর্তী এই অঞ্চলের জলবায়ু গ্রীষ্মমন্ডলীয়। প্রকল্প অঞ্চলটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল। বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়গুলো সাধারণত এপ্রিল - মে মাসে এবং মাঝে মাঝে অক্টোবর-নভেম্বর মাসে উপকূলে আঘাত হানে এবং মানব বসতি, গাছপালা ও সম্পদের মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। পরিবর্তিত ভূমিরূপ ও ভূসংস্থানের দরুন প্রকল্প এলাকার হাইড্রোলজির প্রকৃতি জটিল। উপকূলীয় পাহাড়ি অঞ্চলগুলি থেকে প্রবাহিত সুপেয় পানি এবং বঙ্গোপসাগর থেকে জোয়ারের সময় প্রবাহিত পানির মধ্যে সংযোগ রয়েছে। সার্বিকভাবে, শিল্প এলাকা বা তীব্র যানবাহনের চাপ না থাকায় প্রকল্প এলাকার বায়ু অনেকটাই দূষণমুক্ত। কিছু ধুলোজনিত দূষণ শুষ্ক মৌসুমে (নভেম্বর থেকে মে) নির্মাণ সাইট এবং ইটভাটার কাছাকাছি ঘটে । এই অঞ্চলের মাটি বিশেষত পাহাড়ী এলাকার মাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কঙ্করযুক্ত এবং দেশের অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চলের তুলনায় কম পরিপক্ক এবং ভূমিক্ষয় ও ভূমিধ্বস প্রবণ।

জৈব পরিবেশ: কক্সবাজারের বনভূমি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ ও আধা- চিরহরিৎ বন দ্বারা আচ্ছাদিত। উখিয়া এবং টেকনাফের বনভূমি গর্জন দ্বারা আচ্ছাদিত যেখানে প্রধান বৃক্ষ গর্জন। গত দুই দশকে মানুষের কার্যকলাপের জন্য উখিয়া এবং টেকনাফের বনভূমি কমে গিয়েছে। ১৯৮৯ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে টেকনাফ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য(টিডব্লিওএস) এর বনভূমি ৪৬% কমে গিয়েছে , ৩৩০৪ হেক্টর থেকে ১৭৯৪ হেক্টরে পরিণত হয়েছে। তবে গুল্ম বনভূমি ২৫% বৃদ্ধি পেয়ে ৬২৬৩ হেক্টর থেকে ৭৮২৪ হেক্টর হয়েছে। এলাকাটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল নান্দনিক সমুদ্র সৈকত যা বিশ্বের দীর্ঘতম অখন্ডিত সমুদ্র সৈকত। এতে রয়েছে পাঁচ প্রজাতির কচ্ছপ। সমুদ্র সৈকত জুড়ে ম্যাডফ্লাট এবং বালিয়াড়ি এই এলাকার অন্যান্য দুটি পরিবেশগত সম্পদ যা টেকনাফের মাধ্যমে কক্সবাজারের তীরে বালু ধরে রেখে উচ্চতা বৃদ্ধি করে সমুদ্র সৈকতটিকে মাটি ক্ষয় থেকে রক্ষা করে। হিমছড়ি জাতীয় উদ্যান ও ইনানী বন গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। আইইউসিএন (২০১৬) অনুসারে কক্সবাজার জেলার দক্ষিন অঞ্চলে ৫০-৭৮ টি বন্য হাতি রয়েছে (যার মধ্যে উখিয়ায় ৫ টি বনভূমি এবং টেকনাফে ৪ টি বন বিভাগের রেঞ্জ পরে)। রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আকস্মিক আগমনের ফলে ৪০ টি হাতি ক্যাম্প এলাকার আশেপাশে আটকাপড়েছে।

আর্থ-সামাজিক পরিবেশ: কক্সবাজারের লোকজনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী মাছ শিকার এবং পর্যটন শিল্প : হোটেল, রেস্তোঁরা, পরিবহন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আগমনে আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকলাপ বাড়ানোর জন্য এলাকায় কর্মরত এনজিও এবং আইএনজিওগুলির বিস্তার ঘটেছে যাতে সেবার চাহিদা বেড়েছে ।

উখিয়ার স্থানীয় লোকজনের মধ্যে একটি প্রধান অর্থনৈতিক কার্যকলাপ হচ্ছে মাছ শিকার। একটি সাম্প্রতিক জরিপে দেখা গেছে ৬০ জন জেলেদের ৫০% আর কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাই এবং শুধুমাত্র ৪.৭% জেলের মাধ্যমিক শিক্ষা রয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৫২% আধা পাকা বাড়িতে বাশ করে ;৭০% নলকূপ থেকে পানি পান করে এবং ৭১ জনের স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় ২০% উত্তরদাতার স্যানিটারি ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা নাই। বারো ম্যাশ মাছ ধরার কার্যক্রম এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে তাদের মাসিক আয় ৩০০০-৬০০০ টাকার মধ্যে (৪৫.৫%) টেকনাফে ১০৫ জন জেলের মধ্যে একটি জরিপে দেখা গেছে যে প্রায় ৬০% জেলে ৩০ বছরের নিচে , ৩০% ৩০ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে এবং বাকি ১০% আর বয়স ৪০ বছরের বেশি। শিক্ষার মাত্রা অনুসারে ,৬৩% অক্ষরজ্ঞানশূন্য, ১৯% তাদের নাম লিখতে পারে, ১৫% প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা পেয়েছিল এবং ৪% মাধ্যমিক শিক্ষা পেয়েছিল।

প্রান্তিক এবং অ-প্রান্তিক জেলেদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আয় বৈষম্য বিদ্যমান। ২৫৫ জেলেদের আধা-নির্মিত স্যানিটারি ল্যাট্রিন রয়েছে এবং ১০% জেলেদের কোনো স্যানিটারি ল্যাট্রিন সুবিধা নেই.বেশিরভাগ জেলেদের (৬৫%)স্যানিটারি সুবিধা নেই।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো

উদ্দেশ্য:

EGPP + প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে স্থানীয় জনগণের পরিবেশগত কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় এইজন্য পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কাঠামো (EMF) তৈরী করা হয়েছে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ নীতিমালা, নির্দেশিকা এবং পদ্ধতিগুলি EMF এ বিস্তারিত বর্ণনা আছে, যেখানে উপ-প্রকল্প এলাকার প্রতিকূল পরিবেশগত প্রভাব হ্রাস করা এবং ইতিবাচক পরিবেশগত প্রভাব বাস্তবায়নের পদ্ধতি সম্মন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব:

যদিও বেশিরভাগ EGPP উপ-প্রকল্পের প্রভাবগুলো অস্থায়ী, সামান্য এবং স্থানীয় পর্যায়ের ,তবুও কিছু কিছু কার্যক্রম পরিবেশের ক্ষতি সাধন করতে পারে যেমন : (১) কৃষিজমি থেকে মাটির উপরিভাগ উত্তোলন ; (২) গাছকাটা / শস্যের ক্ষতি; (৩) বন্যপ্রাণীদের উপর প্রভাব ; (৪) বায়ু / ধূলিকণা দূষণ; (৫) শব্দদূষণ; (৬) সমুদ্র , পুকুর, খাল দূষণ ; (৭)) অপর্যাপ্ত বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা ; (৮) স্থানীয় জনগণ ও শ্রমিকদের এবং (৯) স্থানীয় জনগণ ও বন্য প্রাণীর সংঘাত (HWC) যেমন মানব হাতি সংঘর্ষ (HEC) ।

পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া:

EGPP এর অধীনে নির্দিষ্ট উপ-প্রকল্পগুলি প্রতিবছর স্থানীয় পর্যায়ে স্ক্রীনিং এর মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। প্রকল্প নির্ধারণের সময় সম্ভাব্য পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব ,জনগোষ্ঠীর চাহিদা , মূল্যায়ন , বাস্তবায়নের সময় বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব রোধ করা এবং বাস্তবায়ন ও পরিচালনার জন্য প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের দায়িত্বের কথা ESMF এ বিস্তারিত বলা হয়েছে । বাংলাদেশ এবং বিশ্বব্যাংকের সুরক্ষা নীতিমালা মেনে চলার পাশাপাশি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালাগুলি হলো (১) উপ-প্রকল্প এলাকার উপকারী এবং পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব সনাক্তকরণ, পূর্বাভাস এবং মূল্যায়ন (২) নেতিবাচক প্রভাবের জন্য নকশা পরিবর্তনের ব্যবস্থা, এবং (৩) উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক এবং পর্যবেক্ষক ব্যবস্থা।

উপ-প্রকল্প পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে কিনা তা চিহ্নিত করতে পরিবেশগত স্ক্রিনিং ফর্ম (Annex -C) অবশ্যই পূরণ করতে হবে।স্ক্রিনিং এর সময় অবসসই স্থানীয় জনগণের মতামত নিতে হবে। পরিবেশগত স্ক্রিনিং পরিচালনা করবে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (PIO) , উপ-সহকারী প্রকৌশলী (SAE) (উভয় DDM /MoDMR এর অধীনে) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) (ইউনিয়ন পরিষদের স্থানীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত) ।এছাড়াও, তারা উপ- প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব এড়ানো / সমাধান করার জন্য উপ-প্রকল্পের নকশা সংশোধন এবং প্রশমন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে (যদি প্রয়োজন হয়) এনভায়রনমেন্টাল কোডস অব প্র্যাক্টিসেস (ECoP) অনুযায়ী পর্যালোচনা করবে।

PIO / SAE পরিবেশগত স্ক্রিনিং পর্যালোচনা করবে এবং প্রভাবগুলির জন্য উপযুক্ত প্রশমন ব্যবস্থার পরামর্শ দেবে এবং উপ-প্রকল্পগুলির পরিবেশ প্রশমনের জন্য ব্যয় নির্ধারণ করবে।

নির্বাচিত উপ-প্রকল্পগুলির নকশা এবং বাস্তবায়ন এই ESMF এ উল্লিখিত এনভায়রনমেন্টাল কোডস অব প্র্যাক্টিসেস (ECoP) অনুসারে করতে হবে। উপ-প্রকল্পের নেতিবাচক / বিরূপ পরিবেশগত প্রভাব এড়াতে বা হ্রাস করার ক্ষেত্রে EGPP কার্যক্রমের পরিকল্পনা, নকশা, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দিকনির্দেশনা পরিচালনার জন্য ECoP তৈরি করা হয়েছে। কোডগুলোর কার্যপ্রণালী ও পদ্ধতি কার্যনির্বাহী সংস্থা, ঠিকাদার এবং জড়িত অন্যান্য সংস্থাগুলি অনুসরণ করবে ।

সামাজিকগত ব্যবস্থাপনা কাঠামো

উদ্দেশ্য:

EGPP + প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে স্থানীয় জনগণের সামাজিকগত কোনো ক্ষয়ক্ষতি না হয় সেজন্য সামাজিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি তৈরী করা হয়েছে । উপ-প্রকল্পের কারণে যাতে ভূমি , সম্পদ ,জীবিকা এবং জীবনযাত্রার মান ক্ষতিগ্রস্থ না হয় ,সে সম্পর্কিত নীতিমালা, নির্দেশিকা এবং পদ্ধতিগুলি ESMF এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।স্বেচ্ছায় ভূমিদান পক্রিয়ার নীতি এবং পদ্ধতিগুলোও এইখানে আলোচনা করা হয়েছে।

পুনর্বাসন ব্যবস্থাপনার নীতিমালা

EGPP + প্রকল্পে (AF) কোনও অবস্থাতেই জমি অধিগ্রহণ অনুমোদিত নয়। সুতরাং, স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭(ARIPA ২০১৭) এখানে প্রযোজ্য নয় । তবে অনৈচ্ছিক পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের সেফগার্ড পলিসি ওপি ৪.১২ ও ওপি ৪.১০ প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের জন্য যদি জমির প্রয়োজন হয় , সেক্ষেত্রে ব্যাক্তিগত জমি যদি কেও স্বেচ্ছায় দান করে , তাহলে সে জমি প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা যাবে। প্রকল্পের কারণে কারোর জীবিকার উপর যাতে বিরূপ প্রভাব না পরে তা হবে।

স্বেচ্ছায় জমিদান পক্রিয়া

প্রকল্পের জন্য অস্থায়ীভাবে যদি কোনো জমির প্রয়োজন হয় , সেক্ষেত্রে অবশ্যই জমির অধিগ্রহণ করা যাবে না। তবে স্বেচ্ছায় যদি কেউ জমি দান করে সেক্ষেত্রে জমির মালিকের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে এবং স্বেচ্ছায় জমি দানের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে প্রকল্পে ব্যবহার করা যাবে, যা এই ESMF এ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ব্যাক্তিগত জমি স্থায়ী অথবা অস্থায়ীগত ভাবে দানের ক্ষেত্রে প্রকল্পের সাথে জমির মালিকের অবশ্যই লিখিত চুক্তি থাকতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক নথিপত্র ও রেকর্ড সংগ্রহ করতে হবে।

স্ক্রিনিং এবং ডকুমেন্টেশন

প্রত্যেকটি উপ-প্রকল্প নির্ধারণের আগে অবশ্যই সামাজিক স্ক্রিনিং (Annex-D) সম্পন্ন করতে হবে। স্ক্রিনিং এর সময় অবশ্যই স্থানীয় জনগণ এবং সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্থ ব্যাক্তিদের মতবিনিময় করতে হবে। যদি প্রকল্প এলাকার জনগণ প্রকল্প সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করে তাহলে বিকল্প প্রকল্প এলাকায় স্ক্রীনিং সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রকল্পে কার্যক্রম করা যাবে না, যা ESMF এর Annex -A তে উল্লেখ করা আছে। এই জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসারের সহায়তা নিতে হবে। স্ক্রীনিং আর সময় যদি ভূমি সংক্রান্ত বা পুনর্বাসন বা অন্য কোনো সামাজিক বিরূপ প্রভাব দেখা যায় সেক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব প্রতিকার সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি PIU কে জমা দিবে।2x2

ক্ষুদ্র ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা কাঠামো (SECPF)

কক্সবাজার জেলায় উপজাতিদের উপস্থিতি রয়েছে এবং তাই এই ESMF এর মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা কাঠামো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । উপ-প্রকল্প এলাকায় যদি কোনও উপজাতি লোক থাকে তবে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও অধিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য প্রকল্প আলাদা পরিকল্পনা করবে। স্ক্রীনিং এর মাধ্যমে যদি কোনো অধিবাসীর জমি ,স্থাপনা , ফসল বা ব্যবসার ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহলে প্রকল্পের PICO ও PIO প্রকল্পের স্থান স্থানান্তরের পরিকল্পনা প্রস্তুতে সহায়তা করবে ।

স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ এবং অভিযোগ পরিচালনা পদ্ধতি সম্পকিত প্রস্তাবনা

উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব ও প্রকল্পের ধরণ বিবেচনায় রেখে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রকল্প সম্পর্কে তাদের মতামত এবং পরামর্শ গ্রহণ করা প্রয়োজন।এই ESMF টি প্রস্তুত করার সময় DDM বিভিন্ন সংস্থা ,দাতা ,স্থানীয় পুরুষ ও মহিলা ,NGO ইত্যাদি স্টেকহোল্ডারদের সাথে ৭টি মতবিনিময় সভা এবং একটি রিজিওনাল ওয়ার্কশপ সম্পন্ন করেছে এবং তাদের মতামত এই ESMF এ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সকল স্টেকহোল্ডারই প্রকল্পের পক্ষে মতামত দিয়েছে। মতবিনিময় সভার প্রধান আলোচ্য বিষয়বিষয় গুলো হলো :

১. EGPP এর অধীনে স্বেচ্ছায় জমিদান পদ্ধতি
২. প্রকল্পে নিষিদ্ধ কার্যাবলী (Negetive list)
৩. সম্ভাব্য EGPP প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত কার্যাবলী,যেমন: মাটির রাস্তায় বনায়ন এবং বৃক্ষ রোপণ, কমিউনিটি প্রতিষ্ঠান জমি ভরাট ,ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ, পুকুর / খাল খনন, শুকনো মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং প্রাচীর গাইড নির্মাণ করা
4. প্রকল্পটির বেশিরভাগ স্টেকহোল্ডারই শ্রমিক মজুরি বাড়ানোর পক্ষে মতামত দিয়েছে।

এই প্রকল্পে ইতিমধ্যে সুসংগঠিত একটি ত্রিমাত্রিক অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি রয়েছে, যা জাতীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাজ করছে। উপজেলা পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (GRO) এবং PIO সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা পর্যায়ে

অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটিতে জেলা প্রশাসক অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (GRO)হিসাবে এবং DRRO সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন । জেলা বা উপজেলা যে পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তিতে উপজেলা বা জেলা কমিটির নেয়া যাবে। জাতীয়/কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

আবেদনকারী লিখিতভাবে অথবা অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্কর্তার নিকট উপস্থিত হয়ে মৌখিকভাবে অভিযোগ করতে পারবেন। অভিযোগপত্র দাখিলের সুবিধার্থে ইউনিয়ন পরিষদ , UNO এবং জেলা প্রকাশকের কার্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করতে হবে। প্রত্যেক পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির আপিল পদ্ধতি থাকবে।সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক উপজেলা পর্যায়ে অভিযোগের ব্যাপারে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কর্ণধার কমিটি অভিযোগ নিষ্পত্তির চূড়ান্ত আপিল কর্তৃপক্ষ হবেন।প্রত্যেক পর্যায়ে অভিযোগ নিরাময় রেজিস্টার খুলতে হবে এবং তাতে অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা ও অভিযোগের ধরণ ও তারিখ লিপিবদ্ধ থাকবে। অভিযোগকারীকে অভিযোগ দাখিলের নম্বর ও তারিখ সম্বলিত একটি প্রাপ্তি স্বীকার পত্র দেয়া হবে , যাতে সে উপজেলা নির্বাহী অফিসার / জেলা প্রশাসক কার্যালয় হতে তার অভিযোগ বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম জানতে পারে। উপজেলা পর্যায়ে গৃহীত অভিযোগসমূহ ১৫ দিনের মধ্যে সুষ্ঠভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে ; অন্যথায় অভিযোগকারী জেলা প্রশাসকের নিকট আপিল করতে পারবে।

অভিযোগ নিষ্পত্তি পদ্ধতি জোরদার করার জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে একটি টেলিফোন নম্বর নির্দিষ্ট থাকবে এবং ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় ও উপ-প্রকল্পের সাইন বোর্ডে এই নম্বর ও প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে যোগাযোগের ঠিকানা উল্লেখ থাকতে হবে। কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তি হলে , সশ্লিষ্ট PIO নিষ্পত্তির তারিখ ও ধরণ অভিযোগকারীকে জানাবেন। এছাড়াও তিনি অভিযোগকারীর চাহিদা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সকল তথ্যাদি তার সাথে বিনিময় করবেন। জেলা পর্যায়ে প্রতিমাসে প্রাপ্ত অভিযোগের ধরণ চিহ্নিত পূর্বক অভিযোগকারীর শ্রেণিবিন্যাসের তথ্য তৈরী করে প্রতিমাসে বিশ্লেষণ করতে হবে ,যা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের ও নতুন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য পদ্ধতির সহায়ক হবে। প্রতিমাসে পরবর্তী উচ্চতর পর্যায়ে অভিযোগ নিষ্পত্তি বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং উপজেলা কমিটি অভিযোগের বিষয়ে স্থানীয় পত্র পত্রিকায় প্রচার করবেন।প্রত্যেক উপজেলা কমিটি অভিযোগ প্রাপ্তি ও নিষ্পত্তি প্রতিবেদন প্রস্তুত করে ঊর্ধতন আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে।যেমন: সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর।

তাছাড়া যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মনে করে যে , তার বিশ্ব ব্যাংক সমর্থিত বা পরিচালিত প্রকল্পের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন , তার প্রকল্প পর্যায়ে বিদ্যমান অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বা বিশ্বব্যাংকের অভিযোগ প্রতিকার সার্ভিস ব্যবহার করে তাদের অভিযোগ জানাতে পারেন। অভিযোগ প্রতিকার সার্ভিসের মাধ্যমে অভিযোগ দাখিল করলে তা তাৎক্ষণিকভাবে প্রকল্প পর্যায়ে পর্যালোচনা করে দেখা হয়। প্রকল্পের কাজের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি বা কমিউনিটি বিশ্ব ব্যাংকের স্বাধীন অনুসন্ধানী প্যানেলের মাধ্যমে তাদের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারেন। বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত নিয়ম এবং কর্মধাপ অনুসরণ না করার কারণে ক্ষতি হয়েছে কিনা বা ক্ষতি হতে পারে কিনা তা এই প্যানেলের মাধ্যমে নির্ধারণ কোয়ার হবে। বিশ্বব্যাংকের নজরে কোন বিষয় আনার পরে এবং ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার পর যে কোন সময় অভিযোগ দাখিল করা যেতে পারে।

এই ESMF বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এবং মতবিনিময় সভার মাধ্যমে স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ব্যবস্থা

প্রস্তাবিত AF কার্যক্রম (কম্পোনেন্ট ৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর দ্বারা বাস্তবায়ন করা হবে। বাস্তবায়নের সময় প্রকল্প অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হবে। উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে এই কর্মসূচি দৈনন্দিন বাস্তবায়ন এবং তদারকি গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট হবে। উপজেলা পর্যায়ে PIO এবং উপ-সহকারী প্রকৌশলী আর সহযোগিতায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নেতৃত্বাধীন উপজেলা কর্ণধার কমিটি /পৌরসভা কর্ণধার কমিটি সংশ্লিষ্ট PIC আর সহযোগিতায় প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ /পৌরসভার EGPP এর অধীন প্রত্যেক সামাজিক উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকির জন্য প্রাথমিকপ্রাথমিকভাবে দায়ী থাকবে। EGPP আর অধীন সামাজিক উপপ্রকল্প বাস্তবায়ন ও তদারকি নিম্নলিখিত পদক্ষেপ দ্বারা পরিচালিত হবে:

১. প্রত্যেক ওয়ার্ডে পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য ওয়ার্ড পর্যায়ে সভা

২. প্রস্তুতি চূড়ান্তকরণ

৩. কারিগরি ও স্থানীয় পর্যবেক্ষণ

৪.মাস্টার রুল /রেজিস্টার সংরক্ষন

৫.মজুরি পরিশোধ

৬. তদারকি ও প্রতিবেদন দাখিল